অনুদান ফরম

নাম (বাংলা) :

ইংরেজি :

বর্তমান ঠিকানা :

মোবাইল ফোন :

ই-মেইল :

নিম্নোক্ত কোন ধরনের অনুদান প্রদানে আপনি আগ্রহী তাতে টিক (✓) চিহ্ন দিন

☐ আজীবন সদস্য	:	১ লাখ টাকা
☐ উদ্যোক্তা সদস্য	:	৫ লাখ টাকা
☐ স্থাপনা সদস্য	:	১৫ লাখ টাকা
☐ পৃষ্ঠপোষক সদস্য	:	৫০ লাখ টাকা
☐ প্রতীকি ইট	:	১০ হাজার টাকা

অনুদান-দাতার নাম জাদুঘর ভবনে স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত হবে।

যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে অনুদানভুক্তি হবে তা পরিষ্কার হরফে বাংলায় ও ইংরেজিতে লিখুন (আপনার প্রদত্ত বানান অনুযায়ী নাম প্রদর্শিত হবে) :

.....

.....

.....

অনুদান সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কার্যালয়ে অথবা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফান্ডে অনুদান জমা দেয়া যাবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর সিএসআর-এর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ঘোষিত আয়করমুক্ত প্রতিষ্ঠান (এস আর ও নং - ১১৬-আইন/২০১০, তারিখ ৮ বৈশাখ ১৪১৭/২১ এপ্রিল ২০১০)।

এ ছাড়া করপোরেট সহায়তা সিএসআর-ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

ব্যাংক হিসাবের নাম : মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ফান্ড
হিসাব নং : ১১০১ ১৩১ ২৫২৬৪০৬৩
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লি:, প্রধান শাখা, ৬৩ দিলকুশা, ঢাকা-১০০০

নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গড়তে হবে স্থায়ী তহবিল

একাত্তরের জনযুদ্ধের প্রেরণায় জন-অংশগ্রহণে নির্মিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিজস্ব ভবন। এর যথার্থ পরিচালনার জন্য সকলের সহায়তায় গড়ে উঠবে স্থায়ী তহবিল।

স্থাপিত ২২ মার্চ, ১৯৯৬
এনজিও ব্যুরো রেজিস্ট্রেশন নং-১০০৭
সোসাইটি অ্যাক্ট নিবন্ধিত : এস-৩৫৪৫(৩৩৪)২০০৪
প্রতিষ্ঠাতা সদস্য : ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন অব সাইটস অব কনসান্স
প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য : আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব মিউজিয়ামস
প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য : ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব মিউজিয়ামস
প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য : আন্তর্জাতিক আর্কাইভিস্ট কাউন্সিল

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৪৮১১৪৯৯১-৩, ০৯৬১১-৬৭৭৭২২৩
ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
ওয়েব : www.liberationwarmuseumbd.org

১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ সেগুনবাগিচার একটি সাবেকী ভবন ভাড়া নিয়ে যথাযথ সংস্কার শেষে দ্বার উদ্ঘাটন হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। আটজন ট্রাস্টির উদ্যোগে ইতিহাসের স্মারক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উপস্থাপনের এই প্রয়াস গোড়া থেকেই ব্যাপক মানুষের সমর্থন ও সহায়তায় ধন্য হয়েছে। সমাজের নানা শ্রেণির মানুষ ও বিভিন্ন প্রজন্মের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বিকশিত হয়ে চলেছে। এই সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিণত হয়েছে যথার্থ অর্থে জনগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত সর্বজনের জাদুঘরে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গৌরবময় স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যাপ্তি, বহুমাত্রিকতা ও গভীরতা প্রকাশে সচেষ্ট রয়েছে। বর্তমানে জাদুঘরে প্রায় ১৬০০ স্মারক প্রদর্শিত হলেও সংগ্রহভাণ্ডারে জমা হয়েছে ২৫০০০-এরও বেশি স্মারক।

ইতিহাস-উপস্থাপনের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আরো নানামুখি কর্মকাণ্ডে ব্রতী রয়েছে। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিরপুরে মুসলিম বাজার ও জল্লাদখানা বধ্যভূমি খননের কাজ করে এবং পরে (২০০৮ সালে) জল্লাদখানা বধ্যভূমিতে একটি স্মৃতিপীঠ নির্মাণ করে। নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিহাস ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রদর্শনীর বিশেষ আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রয়েছে গবেষণাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার ও তথ্য ভাণ্ডার এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল সেন্টার। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালনা করছে সেন্টার ফর দা স্টাডিজ অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিজ (সিএসজিজে) এবং চলচ্চিত্র কেন্দ্র।

হৃদয় আলোড়িত করা জাদুঘর-প্রদর্শনী ও বিভিন্নমুখি কর্মতৎপরতা দ্বারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিণত হয়েছে দেশে-বিদেশে নন্দিত প্রতিষ্ঠানে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইতিহাসের স্মারক সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে যথাযথভাবে উপস্থাপন। এর বিশেষ লক্ষ্য নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতার ইতিহাস বিষয়ে সচেতন করে তোলা, যার ফলে তারা মাতৃভূমির জন্য গর্ব ও দেশাত্ববোধে উদ্দীপ্ত হবে এবং উদার অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হবে।

জাদুঘর স্থায়ী তহবিল গঠনে সহায়তার আবেদন:

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তহবিল গঠনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসার জন্য সর্বসাধারণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হচ্ছে। অর্থ প্রদানের রয়েছে বিভিন্ন খাত। ১০ হাজার টাকা (১৫০ ডলার অথবা ১০০ পাউন্ড) অনুদান দিয়ে জাদুঘর ভবনের জন্য যে কেউ একটি ইট ক্রয় করতে পারেন। এভাবে অর্থ প্রদানকারীর নাম বিশেষ পদ্ধতিতে প্রদর্শন করা হবে। সকল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান এবং সুধীসমাজ এবং দেশবাসীর প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তহবিলে অর্থ সহায়তা করার জন্য আবেদন জানানো হচ্ছে। এ ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তহবিলের জন্য প্রদত্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থ-সাহায্য স্বকৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করা হবে।

১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ সেগুনবাগিচার এই বাড়িতে যাত্রা শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

২০১৭ সালের ১৬ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিজস্ব ভবনের দারোদ্ঘাটন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্যালারি

ট্রাস্টি বৃন্দ

১. আলী যাকের : নাট্য ব্যক্তিত্ব ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ
২. রবিউল হুসাইন : স্থপতি এবং কবি
৩. মফিদুল হক : লেখক ও সংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব
৪. আসাদুজ্জামান নূর : সংসদ সদস্য
নাট্যব্যক্তিত্ব ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ
৫. সারা যাকের : নাট্যব্যক্তিত্ব ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ
৬. জিয়াউদ্দীন তারিক আলী : প্রকৌশলী ও সমাজকর্মী
৭. আক্কু চৌধুরী : চিত্রকলা বিশ্লেষক, সংগ্রাহক
৮. ডা. সারওয়ার আলী : সাবেক বিএমএ মহাসচিব
এবং কর্পোরেট ব্যবস্থাপক